গাংনীতে স্ত্রীর দাবীতে ব্যার্থ হওয়ায় নারীর বিষপান!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামে প্রবাস ফেরত এক ব্যাক্তির স্ত্রীর দাবীতে অনশন করে ব্যার্থ হওয়ায় বিষপান করে আত্নহত্যার চেষ্টা চালিছে বুলবুলি খাতুন (২৮) নামের এক নারী।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে স্ত্রীর হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে অভিমানে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বুলবুলি খাতুন গাংনীর আকুবপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের মেয়ে। বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীণ রয়েছে বুলবুলি খাতুন।

জানাগছে, গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের শহিদুল ইসলামের তিন ছেলে মহন আলী,সুমন আলী ও মামুন। বড় ছেলে মহন আলী কৃষক,ছোট ছেলে মামুন চা দোকানদার ও মেজ ছেলে সুমন কাতার প্রবাসী। কাতার থাকা অবস্থায় মোবাইলে ঝগড়ার সুবাদে সুমনের প্রথম স্ত্রী এক কণ্যা সন্তানের জননী শ্যামলী খাতুন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করে।

সুমনের ছোট ভাই মামুনের সাথে বুলবুলির ছোট বোন ফুলঝুরি খাতুনের(আপন খালাত ভাইবোন) সাথে বিয়ে হয়। সেই সুবাদে খালত ভাইবোন হিসেবে সুমন ও বুলবুলির সাথে কাতার থেকে মোবাইলে কথাবলাবলি হয় । এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেড় মাস আগে সুমন কাতার থেকে বাড়ি চলে আসলে বুলবুলি সুমনকে বিয়ের কথা বলে।

সুমন বিষয়টি এড়িয়ে গেলে গত বুধবার সকালে সুমনের বাড়িতে স্ত্রীর দাবী নিয়ে বসে বুলবুলি। পরে সুমনের পিতা শহিদুল ইসলাম তার ভাইরা ভাই বুলবুলির পিতা আব্দুর রহিমকে খবর দিলে আকুবপুর থেকে কয়েকজন ব্যাক্তি সুমনের বাড়ি হিন্দা গ্রামে আসেন।তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের স্থানীয় ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নাজমুল হক খোকন,সাবেক মেম্বার জেকের আলী,করমদির গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাবসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে গ্রাম্য সালিশ করেন।

গ্রাম্য সালিশের লোকজন বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি খাতুন বিয়ের কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হন। সেই সাথে সুমন বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেন । সুমনকে বিয়ে করতে বল্লেও সুমন তা প্রত্যাক্ষান করেন। এমন অভিমানে সালিশ থেকে চলে গিয়ে বিষপান

ওয়ার্ডেওর গন্যমান্য লোকজনকে নিয়ে সালিশে বসি। সেখানে বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি তা দেখাতে পারেনি। এমনকি প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা তাও দেখায়নি। এদিকে সব বিষয় সুমন মেনে না নিলে তাকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আমরা বাড়ি চলে যায়। পরে শুনছি বুলবুলি বিষপান করেছে। একই কথা জানালেন করমদি গ্রামের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব। তিনি বলেন, স্বামী হিসেবে যখন সে সমুনকে পাচ্ছেনা তখন একজন নারী হিসেবে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আদালতে না গিয়ে বিষপান করেছে এটিও খুব দুঃখ জনক। এসব কারনে সামাজিক আচার বিচার উঠে গেছে এবং সালিশ করতে গিয়ে জনপ্রতিনিধিরাও বিপদে পড়ছে তাই আমি উঠে এসেছি।

বুলবুলি খাতুনের মা হেলেনা খাতুন জানান, সৌদি থাকালীণ সময়ে সুমনের সাথে বছর তিনেক আগে মোবাইল ফোনে বুলবুলির বিয়ে হয়। এর মাস খানেক পর সুমন দেশে ফিরে আসলে বাওটের এক কাজীর বাড়িতে আবারো বিয়ের পিঁড়িতে বসে দুজন। স্বাভাবিক ভাবে দুজন ঘর সংসার করতে থাকে। বিয়ের দুমাস পর সুমন আবারো বিদেশে চলে যায়। এখন আমার মেয়েকে অস্বীকার করছে সুমন। এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করেন তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি ঘটনাটি জানার জন্য পুলিশ পাঠিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ পালন উপলক্ষে র্যালী,আলোচনাসভা ও কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার(০২ ফেব্রুয়ারী) বেলা ১১ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিললায়তনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) ।

‘ ‘নিরাপদ খাদ্য,সমিৃদ্ধি জাতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি” এ

প্রতিপাদ্যে পিকেএসএফ পরিচালিত পিএসকেএস দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে এদিন সকালে খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে একটি র্যালী বের হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপ পরিচালক কামরুল আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ খাদ্য পরিদর্শক মোঃ ফাহিম ফয়সাল ও ইবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোঃ লাল্টু ইসলাম।

সংস্থার কৃষি ইউনিটের কৃষি অফিসার মোঃ মোস্তফা রাব্বির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ নিরাপদ খাদ্য ও স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে অলোচনা করেন। পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতায় ৪৭জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার প্রদান করেন অতিথিবৃন্দরা।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পিঠা উৎসব

শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

আজ বুধবার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ২৩টি স্টল সাজিয়েছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শত রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠা। ভোজন রসিকরাও এসে পিঠা খেয়ে নানা প্রশংসা করছেন।

আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতির জন্য।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্য নাম ছিল স্টল গুলোর। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। শোভা পাচ্ছে- পিয়াসা, পাটি সাপটা, আন্দসা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ ১১১ ধরণের পিঠা সাজানো রয়েছে ২৩টি স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রোকাইয়া খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন জানান, পিঠা উৎসব পিঠা পুলির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। এ আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মরা যেমন হরেক রকম পিঠার সাথে পরিচিত হতে পারছে তেমনি স্বাদ নিতেও ভুলছেন না। এমনি আয়োজন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করা উচিৎ। একই কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথীয়া ও শাহানাজ ইসলাম।

পিঠা উৎসব উপভোগ করতে আসা স্কুল শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা জানান, বিদেশী অনেক খাবার আমাদের দেশে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর

ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।

গাংনীতে বেদে যাযাবরদের হাতে পাখি নিধন, প্রশাসনের হস্থক্ষেপে বন্ধ

গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে বহিরাগত বেদে যাযাবররা অস্থায়ী স্থাপনা গেড়ে প্রতিনিয়ত শিকার করছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পাখিদের শিকার করে মুখরোচক খাবার হিসেবে খাচ্ছে তারা। সকাল হলেই গুলতি নিয়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। গ্রামের বিভিন্ন বাগান ও বাড়ির আঙ্গিনার গাছে বসে থাকা পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে পাখিদের।

এতে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পাখি। বেদে যাযাবরদের অনেককেই গুলতি হাতে পাখি শিকারের চিত্র দেখা গেছে গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের অভ্যন্তরে। পাখি শিকারের বিষয়টি স্থানীয়রা প্রশাসনকে জানালে তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধ করে দেন উপজেলা প্রশাসন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া কাজলা নদীর পাড়ে ডিসি ইকোপার্কের পার্শে ১০০ জনের একটি বেদে যাযাবরের দল স্থাপনা গেড়ে বসবাস শুরু করেন। সকালে যাযাবর সম্প্রদায়ের নারীদল বিভিন্ন তাবিজ ও গাছ গাছড়া বিক্রি ও সাপ খেলা দেখানোর জন্য উপার্জনে বের হন গ্রামে গ্রামে। যাযাবরদের অনেক পুরুষ গুলতি ও পাখি শিকারের নানা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

গাংনীতে শত্রুতা করে ১ বিঘা ভুট্টা গাছ কেটেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আধারে কৃষকের ভুট্টা ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে কৃষক কামরুল ইসলাম।

এঘটনায় গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী কৃষক। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কোদালকাটি গ্রামের চরের মাঠে।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কোদালকাটি গ্রামের মৃত একছাদ মন্ডলের ছেলে কামরুল ইসলাম কোদালকাটি চরের মাঠে জমিতে এক বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলেন।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় শত্রুতা করে দুর্বৃত্তরা পুরো জমির ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপ করেছে। আজ রবিবার সকালে মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকরা ভুট্টা গাছ কেটে ফেলার খবর দেয়। এর মধ্যে ভুট্টা ধরতে থাকা গাছের অর্ধেক থেকে এবং ছোট গাছ গুলো গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

এঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কামরুল ইসলাম। মাঠে ফসল তছরুপ করায় ক্ষুদ্ধ কৃষকরা অপরাধীদের শাস্তির দাবী করেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে পিঠা উৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বর্ণাঢ্য ও জাকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পিঠা উৎসব। পিঠা উৎসব ও একাদশ শ্রেনীর ক্লাশ উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহন করেছেন নানা উদ্যোগ।

এ বছরের পিঠা উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

হয়েছে। শনিবার দুপুরে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় কলেজের অধ্যক্ষ মহাঃ খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রমজান আলী,সহকারী অধ্যাপক সাইফুর রহমান টোকন, বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি মোঃ নকিম উদ্দিন প্রমুখ।

এবারের পিঠা উৎসব ও একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন।

জানা গেছে, আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় কলেজ প্রাঙ্গণে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠান চলবে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। এর আগে সকাল ৯ টার সময় একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন করা হবে। একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন ও পিঠা উৎসবে যোগ দেবেন জনপ্রতিনিধি সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পরে পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানটি সকলের জন্যই থাকবে উন্মুক্ত । বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রকমের বাহারি নকশায় ও বিভিন্ন স্বাদের পিঠাপুলি নিয়ে শিক্ষার্থীরা সাজাবে পিঠা প্রতিযোগিতার সকল স্টল।

সৌদিতে গাংনীর সহড়াতলা গ্রামের সোহেলের মৃত্যু

সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে নিজ ভাড়াকৃত বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের সোহেল আহমেদ (৩০)।

গত শুক্রবার দুপুরে তিনি মারা যান। প্রবাসি সোহেল আহমেদ সহড়াতলা গ্রামের ইয়াসিন আলী কবিরাজের ছেলে।

সোহেলের প্রতিবেশী সাহাবাজ আলী জানান, প্রায় ৮ মাস আগে সৌদি

আরবে যান সোহেল। সৌদির আরবের দাম্মাম শহরে বিল্ডিংয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন।

সোহেলের ভাই তরিকুল ইসলাম বলেন, আগের দিন বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের লোকজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হয় সোহেলের। তখন কেউ বুঝতে পারেনি সোহেল অসুস্থ। সে সময় তার একমাত্র সোহানাসহ বৃদ্ধ বাবা মায়েরও খোজ নেয়। পরদিন দুপুরের পরে ভাইয়ের সহকর্মীদের একজন মৃত্যুর সংবাদ জানায়। তিনি আরো বলেন, মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য দূতাবাসসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।